বাপদাদার দ্বারা দেশ -বিদেশের সমাচার

আজ বাপদাদা বাচ্চাদের সাথে পরিভ্রমণ করতে বেরিয়েছিলেন । সারা সৃষ্টির পরিক্রমা করতে বাপদাদার কতখানি সময় লাগতে পারে ? পরিক্রমণে কতখানি সময় লাগবে তা' বাপদাদাই স্থির করতে পারেন ; তিনি সবিস্তারে তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্ত বলবেন নাকি সারসংক্ষেপে ! আজ ডাবল্ বিদেশীদের সাথে মিলনের দিন, তাই না ! এইজন্যে বাবা তাঁর ভ্রমণের বিবরণ দিচ্ছেন । দেশে - বিদেশে তিনি কি দেখেলেন ?

কিছুকাল পূর্বে, বিদেশের একটা বিশেষ প্রবণতার তরঙ্গ এসে ভারতে উপনীত হয়েছিল । সেটা কি ছিল ? বিদেশীরা যেমন সাময়িক সুখের সাধনকে নিজেদের অধিকারভুক্ত করতে সর্বদা ব্যস্ত থাকত, ঠিক তেমনই ভারতবাসীও সুখ লাভের জন্য বহু বিদেশী সুখ- সাধনে অভ্যস্ত হয়েছিল । বিদেশী অনেকরকম সুখসাধনের দ্বারা তারা স্বল্পকালের সুখ অনুভব করেছিল এবং এখনও করছে । ভারতবাসী সাময়িক সুখের সাধন কপি করতে থাকলে, এই কপি করার উত্সাহেই তারা নিজেদের সহজাত শক্তি হারিয়ে ফেলল । তারা তাদের আত্মিকতা থেকে দূরে সরে গিয়ে বিদেশী সুখ-সাধনকে নিজের করে নিয়েছিল । আর বিদেশ কি করেছে ? তারা বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছিল । ভারতের প্রকৃত রুহানী শক্তি তাদের বিদেশে অর্থাত্ এই ভারতে আসতে আকৃষ্ট করেছে । এর পরিণাম স্বরূপ, যারা আধ্যাত্মিক শক্তির ধারক বা এর নিমিত্ত কোনও গুরু, তাদের কাছে অনেক বিদেশী ফলোয়ারদের অনুগমন করতে দেখা যায় । বিদেশী আত্মারা কৃত্রিম সাধন ছেড়ে আসল বস্তু এবং আধ্যাত্মিকতার দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে আর সেখানে ভারতবাসী কৃত্রিম সাধন বস্তুতে মেতে আছে । তারা নিজের জিনিস ছেড়ে যে বস্তু তাদের নয় সেইদিকে আকৃষ্ট হচ্ছে আর বিদেশী আত্মারা প্রকৃত জিনিস খুঁজে নিয়ে, পরখ করে অভীষ্ট ফল লাভ করতে প্রয়াসী হয়েছে ।

সেইজন্য, বাপদাদা আজ দেশে-বিদেশে সফর করা কালীন দেখেছিলেন ভারতবাসী কি করছে আর বিদেশীরা কি করছে । ভারতবাসীকে দেখে বাপদাদার দয়া হল। শ্রেষ্ঠ কুলের নাম্বার ওয়ান ধর্মের আত্মারা নিজেদের বিশেষ গুণ ভুলে, পিছনের সারির ধর্মের লোকেরা যা পরিত্যাগ করেছিল সেইসব জিনিস করায়ত্ত করতে মত্ত হয়েছে ! এই কারণে, ভারতের ঘরে বসেও ভারত ঘরে আসা শ্রেষ্ঠ অতিথি, বাবাকে তারা জানতে পারছেনা ; সেখানে বিদেশী আত্মারা কতদূরে থেকেও মেসেজ শুনে বাবাকে চিনতে পেরে এখানে এসেছে । অতএব, বাপদাদা দেখলেন যে ডাবল্ বিদেশীদের পরখ করার চোখ অতি তীক্ষ্ণ । দূরে থেকেও তারা দেখতে পাচ্ছে এবং তাদের পরখ করার এবং উপলব্ধির চোখ দ্বারা লক্ষ্যে পৌঁছে যাচ্ছে । ভারতবাসীর জন্য বাপদাদার দয়া হয়, বিশেষতঃ আবুর বাসিন্দাদের জন্য । কাছে থেকেও যাদের পরখ করার চোখ নেই । পরখ করার চোখ তো অন্ধ হয়ে গেছে ! এইরকম বাচ্চাদের দেখে দয়া তো হবেই তাই না ! বাবা ডাবল বিদেশীদের চমত্কারিত্ব দেখছিলেন ।

বাবা আর কি দেখেছেন ? অন্তিম সময় নিকটবর্তী হওয়ায় যেমন আজকাল ভারত গরীব হয়েছে তেমনই বিদেশীদের মধ্যেও বৈভব কমে গেছে । পূর্ণ তেজসম্পন্ন বৃক্ষ ফুলে ফলে ভরে থাকে কিন্তু যখন এটা শুষ্ক হতে শুরু করে এর ফল, ফুলও শুকনো হতে থাকে । সুতরাং, এই ভূমিতে প্রাপ্ত ফল-ফুলের বৈশিষ্ট্যরূপী শান্তির বাতাবরণে যেখানে মানুষ সুখে থাকত তাও আজ শুকিয়ে গেছে । এখন

বিদেশেও চাকরি পাওয়া সহজ নয় । তোমরা আগে কখনও বিদেশের এই সমস্যা শুনেছ ? সুতরাং, সুখের সাধন আর শান্তির ফল শুষ্ক হওয়াটাও একটা লক্ষণ । ভারতের মূলকাণ্ড শুকিয়ে যাচ্ছে যার প্রভাব পড়ছে অন্য শাখাতেও । মূল শাখাগুলোর মধ্যে ক্রিশ্চিয়ান ধর্মই শেষ বড় শাখা । বৃক্ষের চিত্রতে ক্রিশ্চিয়ান ধর্মের শাখা কোনটি ? যে মুখ্য শাখাগুলো তোমরা ছবিতে দেখাও, এইটাই তার মধ্যে লাস্ট, তাই না ! যে বৃক্ষ তেজসম্পন্ন ছিলো, সেই বৃক্ষের উপর দিককার সমৃদ্ধ শাখাও শুকিয়ে গেছে । এই হলো সমগ্র বৃক্ষের ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ার লক্ষণ । বাবা দেখেছিলেন যে, সাময়িক সুখের ফল, ফুলের প্রাপ্তি শুকিয়ে গেছে । মাত্র দুটো জিনিস বাকি আছে :-

এক হলো, মনে মনে চিত্কার করা এবং দ্বিতীয়ত: , যে কোনও বাধ্যবাধকতার মধ্যে ক্রমাগত জীবনকে এবং দেশকে যেভাবে সম্ভব চালিয়ে নিয়ে যাওয়া । চিত্কার করা আর চালনা করা এই দুই কাজই বাকি রয়ে গেছে । খুশির সাথে চলা সমাপ্ত হয়েছে । বাকি রয়েছে যে কোনও উপায়ে সহজে চালনা করা । এটা বিদেশের মতো হয়ে গেছে । তবে এটা কিসের লক্ষণ ? কতদূর পর্যন্ত কেউ বাধ্যবাধকতার মধ্যে সব কিছু চালাতে পারে ? এখন সবাই আর্তনাদ করছে, এমন বিশ্ব নিয়ে তোমরা কি করবে ? যারা সমস্যাসঙ্কুল পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে সবকিছু সামলাচ্ছে তাদের প্রাপ্তির পাখনা দিয়ে ওড়াও । কে পারবে তাদের ওড়াতে ? যে নিজে আরোহণ কলায় অর্থাত্ চড়তি কলায় থাকবে । তোমরা কি তবে উড়তি কলার স্থিতিতে আছ ? তোমরা উড়তি কলায় নাকি চড়তি কলায় ? এখনই চড়তি কলার স্থিতি হবেনা, তোমরা এখন উড়তি কলার স্থিতিতে থাকবে । তাহলে তোমরা কতদূর পৌঁছেছ ? তোমরা ডাবল্ বিদেশীরা কি ভাবছ ? তোমাদের মেজরিটি তো বাবার মতোন টিচার কোয়ালিটির, তাই না ! টিচার মানে যিনি উড়তি কলার স্থিতিতে আছেন । তোমরা তো ঠিক এইরকমই, তাই নয় কি ! আচ্ছা -

আজ, বাবা শুধু তোমাদের কাছে তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্ত শুনিয়েছেন । এখন দেশবিদেশের লোকেরা স্পষ্টভাবে প্র্যাকটিক্যালে এই লক্ষণগুলো দেখতে পাচ্ছে । আজকাল যা কিছুই হয় তারা বলে ১০০ বছর আগেও এই ঘটনা ঘটেছিল । অনুপম সব ঘটনা ঘটছে কারণ অনুপম বাবা সবকিছু প্রত্যক্ষ করছেন । সকলের মুখ থেকে একই আওয়াজ বেরোচ্ছে, এখন কি হবে ? এই কোশ্চেন মার্ক তাদের সবার বুদ্ধিতে স্পষ্ট হয়ে গেছে । এখন আওয়াজ বেরোবে, যা হওয়ার ছিলো তা' হয়েছে । বাবা এসেছেন । কোশ্চেন মার্ক সমাপ্ত হয়ে ফুল স্টপ-এর প্রয়োগ হবে । ঠিক যেমন মন্থন দণ্ডের দ্বারা মাখন তোলার সময় প্রথমে প্রবল আলোড়ন হয় তারপরে মাখন উত্থিত হয় । সুতরাং, একমাত্র কোশ্চেন মার্কের অস্থিরতা থেমে যাওয়ার পরে জ্ঞানদ্বারা উপলব্ধির মাখন উত্থিত হবে । তীব্র গতিতে পরিবর্তন শুরু হয়ে গেছে । প্রত্যক্ষতার মাখন এখন বিশ্বের কোনায় কোনায় দেখা দেবে । যাই হোক, এই মাখন কে খেতে যাচ্ছে ? এটা খাওয়ার জন্য তুমি প্রস্তুত হয়েছ ? অ্যাঞ্জেলরা, তোমাদেরকে সকলে মিনতিভরে আহ্বান করছে । আচ্ছা ।

সকল অপ্রাপ্ত আত্মাদের সর্ব প্রাপ্তি করিয়ে, সবাইকে পরখ করানোর নেত্র দান করে, সবাইকে সন্তুষ্টির বরদান দিয়ে বরদাতা সন্তুষ্ট আত্মারা, সর্বদা নিজের প্রাপ্তির পাখনা দ্বারা অন্য আত্মাদের উড়িয়ে, সদা উড়তি কলায় স্থিত, সদা স্ব-রূপ দ্বারা বাবাকে প্রত্যক্ষ ক'রে বিশ্বের দরবারে প্রখ্যাত হওয়া শ্রেষ্ঠ আত্মাদের বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ এবং নমস্কার ।

বিদেশী বাচ্চাদের সাথে অব্যক্ত বাপদাদার পার্সোনাল সাক্ষাত্

সর্বদা নিজেকে সর্ব প্রাপ্তি সম্পন্ন অনুভব করো ? সর্ব প্রাপ্তির অনুভূতি হয় ? যে সমস্ত প্রাপ্তির অনুভব করেছে সেই আত্মার মধ্যে কোন লক্ষণ দেখা যাবে ? সে সর্বদা সন্তুষ্ট থাকবে । প্রসন্নতার লক্ষণ তার মুখে সবসময় দেখা যাবে । তার চেহারা থেকে দৃশ্যমান হবে যে, এই আত্মার সবকিছু প্রাপ্তি হয়েছে । জাগতিক স্তরে, তোমরা রাজকুমার, রাজকুমারী অথবা উচ্চবংশীয় কারও চেহারা দেখে বলতে পারো যে, এই আত্মার অভ্যন্তর ধারণ ক্ষমতায় পরিপূর্ণ । এই একইভাবে, তোমাদের রুহানী কুলের আত্মাদের চেহারায় দৃশ্যমান হবে যে, অন্যদের যা প্রাপ্ত হয়নি তা' এদের প্রাপ্ত হয়েছে । তোমাদের কি অনুভূত হয় যে তোমাদের আচার- ব্যবহার এবং তোমাদের চেহারা বদলে গেছে, তোমাদের মুখে প্রাপ্তির চমক এসেছে ? ডাবল্ বিদেশীরা ডাবল্ চান্স পেয়েছে । সুতরাং, তাদের ডাবল্ সেবা করতে হবে । তোমরা ডাবল্ সেবা কিভাবে করবে ? শুধুমাত্র বাণী দিয়ে নয়, আচারআচরণে এবং চেহারার মাধ্যমেও সেবা করতে হবে । তোমরা আত্মারা নিজেরা যেমন আলোক-পতঙ্গ হয়েছ তেমন করেই আরও অনেক আলোক-পতঙ্গকে বহ্নিশিখার কাছে নিয়ে আসো । তোমাদের উড়তে দেখে অন্যান্য বহ্নি-পতঙ্গেরাও তোমাদের পিছু পিছু উড়তে শুরু করবে । তোমরা যেমন সবকিছুর গভীরে যাও ঠিক তেমনভাবেই সর্বগুণের অনুভবের গভীরে অবশ্যই যাও । তোমরা যত গভীরে যাবে ততোই তোমরা রোজ নতুন অনুভবে সক্ষম হবে । যেমন শান্ত স্বরূপের অনুভব রোজ করছ তেমনই প্রতিদিন নবীনতার অনুভব করো । নবীনত্বের অনুভব তখনই হবে যখন একান্তবাসী হবে । একান্তবাসী অর্থাত্ স্থূলভাবে একান্ত হওয়ার সাথে সাথে সর্বদা একের গভীরে হারিয়ে যাওয়া ।

যখন তোমরা 'বাবা' শব্দ বারবার বলো, তখন প্রত্যেকবার নতুন কিছুর অনুভব হতে হবে । যেমন শুরুতে যখন এসেছিলে তখন তোমরা 'বাবা' শব্দই বলতে, মধুবনে পৌঁছেও সেই একই শব্দ বলছ 'বাবা' । এখন তোমাদের ঘরে ফেরার সময়ও তোমরা সেই 'বাবা' শব্দই ব্যবহার করবে । কিন্তু প্রথম এসে বলার মধ্যে এবং এখনকার বলার মধ্যে অনেক ফারাক হয়ে যায় । তোমরা এই অনুভব করেছ তাই না ! এটা সেই একই শব্দ, কিন্তু তোমাদের হৃদয়ের অভীষ্ট (কাঙ্খিত বস্তু) প্রাপ্তির আধারে, তোমাদের অনুভবে সেই একই 'বাবা' শব্দ তোমাদের উন্নতির পথে নিয়ে যাচ্ছে । সুতরাং, তফাত তো হয়েই যায় তাই না ! এইভাবে তোমরা রোজ সর্ব গুণের অনুভব করো । তোমরা শান্তির প্রতিমূর্তি, কিন্তু কোন পয়েন্টের ভিত্তিতে তোমরা শান্তি অনুভব করেছ ? উদাহরণস্বরূপ, যখন তুমি বলো, "আমি আত্মা, পরমধাম নিবাসী" , তোমরা শান্তির অনুভব করো । আবার যখন বলো, " সত্যযুগে, আমি আত্মা সুখ- শান্তির প্রতিমূর্তি" , তখন এর অনুভব অনেকটা অন্যরকম । এইরকমই কর্ম করাকালীন অশান্তির বাতাবরণে থেকেও যখন তোমরা বলবে, "আমি আত্মা শান্তস্বরূপ " , তখন সেই অনুভব আবার আরেকটু অন্যরকম হবে । এতসবের মধ্যেও তোমরা সেই শান্তস্বরূপ আত্মাই, পার্থক্য কেবল তিন-অনুভবে, তাই না ! অতএব, এইরকম শান্ত স্বরূপের অনুভূতিতে তোমাদের রোজ প্রগ্রেস হয় । কখনও কখনও একটা পয়েন্টে শান্তস্বরূপ স্থিতির অনুভব করো আবার কোনও সময় অন্য পয়েন্টে করো । তারপর তোমরা রোজ নতুন কিছু অনুভব করবে । নিজেকে অনবরত এর সাথে বিজি রেখে অর্থাত্ ব্যস্ত রেখে সবসময় তোমরা নতুন নতুন কিছু অনুভব করবে । তানাহলে, চলতে চলতে স্মরণের ওই একই বিধির, একই নিয়মে মুরলি শোনা এবং পড়া, একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি হলে কমন অনুভব হতে থাকে; আর এইজন্য উত্সাহ-উদ্দীপনা যেমন ছিলো সবসময়ই তেমনই থেকে যায় আর অগ্রসর হতে পারে না । যার ফলে তোমরা মাঝে মাঝে অমনোযোগী হয়ে যাও - "আমি জানি কিভাবে, এটা করতে হয় ! আমি আগে থেকেই জানি " ! এইসব কারণে উড়তি কলার বদলে

তোমরা স্থির কলায় উপনীত হও । এইজন্য তোমাদের নিজেদের জন্য এবং যে আত্মাদের তোমরা সহায়ক হয়েছ তাদের জন্য এই বিধি অবশ্যই তোমাদের প্রয়োজন । সর্বদা নবীনতার অনুভব করো । তোমরা বুঝেছ ? তোমরা মেজরিটি আত্মারা সেবার নিমিত্ত । সুতরাং, তোমাদের এই বিশেষত্ব ধারণ করতে হবে । প্রতিদিন কোনও না কোনও পয়েন্ট বার করো । শান্ত স্বরূপের অনুভূতির পয়েন্টস কি ? সেইরকম প্রেমস্বরূপ, আনন্দ স্বরূপ হওয়ার বিশেষ পয়েন্টগুলো তোমাদের বুদ্ধিতে রেখে রোজ নতুন নতুন অনুভব করো । সর্বদা মনে রাখবে, প্রতিদিন নতুন কিছুর অনুভব করে অন্যকেও ওই একই অনুভব করাবে । তারপর তোমরা অমৃতবেলায় বসতে অনেক উত্সাহ পাবে । তানাহলে, অলসতার তরঙ্গে ভেসে যাবে । যখন নতুন জিনিস তুমি লাভ করছ তখন আর অলস হয়োনা । যখন একই জিনিসের পুনরাবৃত্তি হয়, ধীরে ধীরে ভিতরে আলস্য চলে আসে । সুতরাং, তোমর বুঝতে পারছ তোমাদের কি করতে হবে ! কার্যসাধনের নিয়ম বুঝতে পেরেছ ? তোমার কোনও প্রশ্ন থাকলে তোমরা এখন তাদের জিজ্ঞাসা করতে পারো । বিদেশীরা সাধারণতঃ ভ্যারাইটি পছন্দ করে । পিকনিকে যেমন তোমাদের কিছু নোনতা, কিছু মিষ্টি চাই; নানা ভ্যারাইটি তোমাদের প্রয়োজন; সেরকমই, যখন তোমরা বিশেষ অনুভবের জন্য বসো তখন বুঝবে, এখন বাপদাদার সাথে ভ্যারাইটি পিকনিকে যেতে হবে । 'পিকনিক ' শব্দ শুনতেই তোমরা তত্পর হয়ে উঠবে, অলসতা পালিয়ে যাবে । এমনিতে তোমরা পিকনিকে বা বাইরে যেতে তো পছন্দ করো, তাই না ? তবে, যাও বাইরে ! কখনও পরমধামে যাও, কখনও স্বর্গে যাও, কখনও মধুবনে এসো, কখনও লন্ডন সেন্টারে যাও, কখনও অস্ট্রেলিয়া পৌঁছে যাও । ভ্যারাইটি থাকায় তোমরা হৃদয়ে অতিশয় তৃপ্তি অনুভব করো।

বরদানঃ বেহদের সম্পূর্ণ অধিকারের নিশ্চয় করে এবং রূহানী নেশায় থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ, সম্পত্তিবান ভব

এই সময় তোমরা বাচ্চারা এমন শ্রেষ্ঠ আর পূর্ণ অধিকারপ্রাপ্ত হও যে অলমাইটি অথরিটির উপর তোমাদের অধিকার জন্মায় । পরমাত্ম অধিকারী বাচ্চারা সর্ব সম্বন্ধের এবং সর্ব সম্পত্তির অধিকার প্রাপ্ত করে । একমাত্র এই সময়েই বাবা দ্বারা "সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পত্তি ভব" -এই বরদান লাভ করো । তোমাদের কাছে সর্বগুণের, সর্বশক্তির, এবং শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের অবিনাশী সম্পত্তি আছে, এইজন্য তোমাদের মতো সম্পদশালী আর কেউ নেই ।

শ্লোগানঃ- সর্বদা সতর্ক থাকলে একাগ্রতার অভাব সমাপ্ত হয়ে যাবে ।